শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সটিটিউট (হাইস্কুল)

নিজে পড়ো: (দশম শ্রেণি-বাংলা)

পাঠ : ব্যাকরণ: <u>সমাস</u> (প্রথম পর্ব)

- সমাস বাংলা ভাষার পদগঠনের একটি পদ্ধতি। সমাস (সম্+অস+অ) অর্থ সংক্ষেপ। একে সংগ্রহ বা মিলনও বলা যায়।

  সংজ্ঞা: পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের মিলনে একটি পদের সৃষ্টি হওয়াকেই সমাস বলে।

  যেমন- যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি।

- সমাস গঠনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ:

১. <u>সমস্যমান পদ</u>: যে সকল পদ মিলিত হয়ে সমাস গঠন করে। (রাজা, ঋষি)

২. <u>সমাসবদ্ধ বা সমস্ত পদ:</u> সমস্যমান পদগুলো মিলিত হয়ে যে পদটি গঠন করে। (রাজর্ষি)

৩. <u>ব্যাসবাক্য বা সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য:</u> সমাসবদ্ধ পদকে বিশ্লেষণ করলে যে খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ পাওয়া যায়। (যিনি রাজা তিনিই ঋষি)

৪. <u>পূর্বপদ ও পরপদ বা উত্তরপদ:</u> সমাসবদ্ধ পদের প্রথম পদটি পূর্বপদ, পরের পদ বা পদগুলি উত্তরপদ। পূর্বপদ সবসময় একটি, উত্তরপদ এক বা একাধিক হয়। (পূর্বপদ- রাজা, পরপদ- ঋষি)

৫. <u>সমস্যমান সহায়ক পদ:</u> ব্যাসবাক্যে অবস্থিত সমস্যমান পদ ব্যতীত পদ/পদগুলি, যারা সমস্যমান পদগুলোকে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত হতে সাহায্য করে। (যিনি, তিনি)

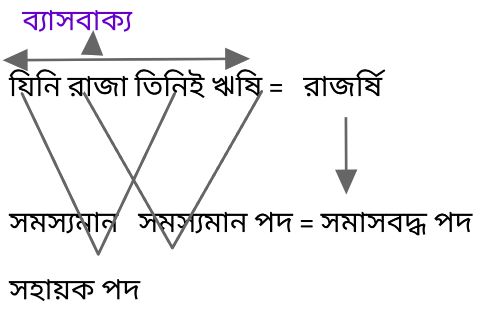

মনে রাখবো : সমাস হল সংক্ষেপ। ব্যাস (ব্যাসবাক্য) অর্থ বিস্তার। সমাস বিভক্তিহীন পদের বা বিভক্তিশূন্য পদের একরূপতা। ব্যাস বিভক্তিযুক্ত বাক্য।

সমাসের শ্রেণিবিভাগ

অব্যয়ী ভাব	দ্বিগু	তৎপুরুষ	কর্মধারয়	দ্বন্দ্ব	বহুব্রীহি	নিত্য	অলোপ	বাক্যাশ্রয়ী

দ্বন্দ্ব সমাস:- দ্বন্দ্ব (দ্বম্-দ্ব) অর্থ যুগ্ম বা যুগল।

সংজ্ঞা: যে সমাসে সমান বিভক্তিযুক্ত একাধিক সমস্যমান পদ স্বাধীন সংযোগক অব্যয় দিয়ে যুক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থই সমানভাবে বোঝায় তাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে।

যেমন: রাজা ও প্রজা = রাজাপ্রজা॥ ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ ॥

বিশেষ্যপদের দ্বন্দ্ব: বই ও খাতা = বইখাতা, কাগজ-কলম, জাতি-বর্ণ ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের দ্বন্দ্ব: শীত ও উষ্ণ = শীতোষ্ণ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ছোটোবড়ো ইত্যাদি।

সর্বনামের দ্বন্দ্ব: যার ও তার = যারতার, যিনিতিনি, তুমিআমি, ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব: হারি ও জিতি = হারিজিতি, হেঁটেচলে, ওঠাবসা ইত্যাদি।

সমার্থক দ্বন্দ্ব: মাথা ও মুণ্ডু = মাথামুণ্ডু, কাজকর্ম, ছাইভস্ম ইত্যাদি।

প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব: হাট ও বাজার = হাটবাজার, খালবিল, ঘরবাড়ি ইত্যাদি।

বিপরীতের দ্বন্দ্ব: সুখ ও দুঃখ = সুখদুঃখ, আলোঅন্ধকার, দেনাপাওনা ইত্যাদি।

একশেষ দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্যমান পদগুলো সাধারণত সর্বনাম পদ নিয়ে গঠিত এবং সমস্তপদ বহুবচন হয় তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- তুমি ও তারা = তোমরা; আমি, তুমি ও সে = আমরা ইত্যাদি।

বহুপদী দ্বন্দ্ব: নদী ও সমুদ্র ও পাহাড় ও জঙ্গল = নদী-সমুদ্র-পাহাড়-জঙ্গল।

অব্যয়ীভাব সমাস:-

সংজ্ঞা: যে সমাসের পূর্বপদ অব্যয়পদ এবং পরপদ বিশেষ্য, সমাসবদ্ধ পদে অব্যয়টির অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে তাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে। যেমন:

মিলের অভাব= গরমিল, নগরীর নিকটে= উপনগরী, ক্ষুদ্র নদী= উপনদী, পা থেকে মাথা পর্যন্ত= আপাদমস্তক, রীতিকে অতিক্রম না করে= যথারীতি, ভাষার সাদৃশ্য= উপভাষা, দিন দিন= প্রতিদিন,

রূপের যোগ্য= অনুরূপ, তাপের পশ্চাৎ= অনুতাপ, স্রোতের বিরুদ্ধ= প্রতিস্রোত, পিতামহের পূর্বে= প্রপিতামহ, রীতি অনুযায়ী= যথারীতি ইত্যাদি।

দ্বিগু সমাস:- দ্বিগু [দ্বি(দুই) গো(গোরু) যাহার] বা দুটো গরুর বিনিময়ে ক্রীত।

সংজ্ঞা: যে সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ, উত্তরপদ বিশেষ্য এবং সমস্তপদ সমাহারকে বোঝায় তাকে **দ্বিগু সমাস** বলে। যেমন:

ত্রিভুজের সমাহার = ত্রিভুজ।

শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী।

পাঁচটি কড়ি বিনিময়ে ক্রীত = পাঁচকড়ি।

দ্বিগু সমাস দু প্রকার: ১. **সমাহার দ্বিগু,** ২. **তদ্ধিতার্থক দ্বিগু।**

সমাহার দ্বিগু: দ্বিগু সমাসে যখন সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় তখন তাকে **সমাহার দ্বিগু** বলে। যেমন:

পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ।

সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ।

শত বর্ষের সমাহার = শতবর্ষ।

তদ্ধিতার্থক দ্বিগু: দ্বিগু সমাসে যখন তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ গঠিত হয় তখন তাকে **তদ্ধিতার্থক দ্বিগু** বলে। যেমন:

সাত কড়ির বিনিময়ে ক্রীত = সাতকড়ি।

তিনটি কড়ির বিনিময়ে ক্রীত = তিনিকড়ি।

নিজে করো:

১. সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করে লেখো:

১.১ সমাস শব্দের অর্থ -

ক. পদ গঠন, খ. সাহায্য, গ. সংক্ষেপ, ঘ. সংগ্রহ।

১.২ ব্যাসবাক্যের অপর নাম -

ক. সরল বাক্য, খ. খণ্ড বাক্য, গ. বিগ্রহ বাক্য, ঘ. পূর্ণ বাক্য।

১.৩ তুমি ও সে , ___ উদাহরণে চিহ্নিত পদটি -

ক. পূর্বপদ, খ. পরপদ, গ. সমস্যমান পদ, ঘ. সমস্যমান সহায়ক পদ।

১.৪ একটি প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্বের উদাহরণ -

ক. ঘরবাড়ি, খ. চেনাশোনা, গ. মাথামুণ্ডু, ঘ. সুখদুঃখ।

১.৫ 'অভাব' অর্থে অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ -

ক. হাভাত, খ. উপনদী, গ. অনুবাদ, ঘ. অনুরাগ।

২. কমবেশি ২০শব্দে উত্তর দাও:

২.১ সমাহার দ্বিগু কাকে বলে?

২.২ একশেষ দ্বন্দ্ব কাকে বলে?

২.৩ 'প্রমাতামহী' কী সমাস এবং কেন?

২.৪ সমাস ও ব্যাসের পার্থক্যটা কী?

২.৫ পূর্বপদ ও উত্তরপদের পার্থক্য কী?

২.৬ উদাহরণ দিয়ে সমস্যমান পদ চিহ্নিত করো।

২.৭ 'সমাস' শব্দের ব্যুৎপত্তি কী?

২.৮ দ্বিগু সমাসের কটি ভাগ ও কী কী?

২.৯ বহুপদী দ্বন্দ্বের উদাহরণ দাও।

২.১০ 'দ্বিগু' অর্থ কী?

বিঃ দ্রঃ

- **ছাত্রছাত্রীদের পাঠ যদি বুঝতে সমস্যা হয়, তবে নিজের বক্তব্য মন্তব্যকোশে (Comment Box) পাঠাও।**
- **নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করো।**
- **আমরা সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবো।**